Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী ইসরাত জাহান

রোলঃ 216020618

১ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী ইসরাত জাহান

রোলঃ 216020618

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজী ইসরাত জাহান, আইডিঃ 216020618 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

কাজী ইসরাত জাহান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

কাজী ইসরাত জাহান

আইডিঃ 216020618

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 5

মসজিদের প্রকারভেদ: 6

প্রকারভেদ 6

সম্পাদনা 6

পাঞ্জেগানা মসজিদ 6

সম্পাদনা 6

জামে মসজিদ 6

সম্পাদনা 6

মসজিদ কি আল্লাহর ঘর? 7

মসজিদ নির্মাণের সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে: 12

মসজিদ নির্মাণের সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে 13

রিয়াজুল জান্নাহ: 19

আল-আকসা মসজিদ মুসলিমদের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ? 21

মসজিদ - উইকিপিডিয়া 26

প্রাথমিকভাবে মসজিদে যেসব প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে 29

মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা: 29

যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে কি? 33

যে নবী-রাসুলরা মসজিদ নির্মাণ করেছেন: 34

কোরআনে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার ফজিলত: 35

কোরআনে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার ফজিলত 36

মসজিদ নির্মাণ নবিদের কাজ 37

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব: 39

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব (৩য় কিস্তি) 39

মসজিদে গমনের ফযীলত 43

তথ্যসূত্র 48

ভুমিকা

একটি ধর্মীয় স্থাপনা। শব্দটির উৎপত্তি আরবি السجود (সুজুদ) শব্দ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ "*শ্রদ্ধাভরে মাথা অবনত করা* অর্থাৎ সিজদা করা। সাধারণভাবে, যে সকল ইমারত বা স্থাপনায় মুসলমানেরা একত্র হয়ে প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (আরবি: الصلاة *সালাত*) আদায় করেন, তাকে মসজিদ বলে। আবার যেসব বড় বড় মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায়ের সাথে সাথে শুক্রবারের জুম'আর নামাজ আদায় হয় এবং অন্যান্য ইসলামি কার্যাবলী (যেমন: কুরআন শিক্ষা) সম্পাদিত হয়ে থাকে, সেগুলি *জামে মসজিদ* (مسجد جامع) নামে অভিহিত হয়। মসজিদে সাধারণত একজন ইমাম বা নেতা থাকেন যিনি নামাজের ইমামতি করেন বা নেতৃত্ব দেন।

কাবা শরিফ, মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় স্থাপনা বা মসজিদ।

মসজিদ হলো মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলীর প্রাণকেন্দ্র। এখানে প্রার্থনা করা ছাড়াও শিক্ষা প্রদান, তথ্য বিতরণ ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। মসজিদের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সেই সপ্তম শতাব্দির সাদাসিধে খোলা প্রাঙ্গণবিশিষ্ট মসজিদে কাবা বা মসজিদে নববী থেকে বর্তমানে এর প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে এবং এখন অনেক মসজিদেরই সুবিশাল গম্বুজ, উঁচু মিনার ও বৃহদাকার প্রাঙ্গণ দেখা যায়। মসজিদের উৎপত্তি আরব উপদ্বীপে হলেও ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে বর্তমান পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে।

উইকিপিডিয়া

মসজিদের প্রকারভেদ:

প্রকারভেদ

সম্পাদনা

মসজিদ প্রধানত দুপ্রকারের। যথা:

- পাঞ্জেগানা মসজিদ
- জামে মসজিদ

পাঞ্জেগানা মসজিদ

সম্পাদনা

যেকোনো বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দলবদ্ধভাবে নামায আদায়ের সুবিধা দিতে প্রতিষ্ঠা করা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, আবেষ্টনযুক্ত স্থান বা ঘরকে পাঞ্জেগানা মসজিদ বলে। এ মসজিদে জুমার নামাজ ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয়।

জামে মসজিদ

সম্পাদনা

যে মসজিদে জুম'আর নামায আদায়ের ব্যবস্থা থাকে তাকে জামে মসজিদ বলে।কোন স্থানে জুমআর নামায বিশুদ্ধ হবার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যথা-

- শহর বা উপশহর হতে হবে। গ্রামে বা জনমানবহীন বিয়াবানে জুমআর নামায শুদ্ধ হবে না।
- জামাআত হতে হবে।
- যোহরের সময় হতে হবে।
- সকলের জন্য আম অনুমতি থাকতে হবে।

- খুতবা দিতে হবে।

উইকিপিডি

অবকাঠামো:

সম্পাদনা

---

1. মসজিদ হবার জন্য শ্রেফ নির্ধারিত পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র স্থান হলেই হয়ে যায়। তবে সেই মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগ থেকে মসজিদের একটা অবকাঠামোগত আলাদা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। একটা মসজিদে সাধারণত নামায আদায়ের জন্য নির্ধারিত একটি অংশ বা ঘর থাকে। তার সম্মুখভাগে একটা বর্ধিত অংশ থাকে, যাকে বলে মিহরাব। অনেক মসজিদেরই সুবিশাল গম্বুজ, উঁচু মিনার এবং বৃহদাকার প্রাঙ্গণ দেখা যায়। মসজিদে আযান দেয়ার জন্য নির্ধারিত একটি অংশ বা ঘর থাকে। এইখানে আযানের মাধ্যমে প্রথমত মুয়াযযিন নামাযের সময় হলে জামাতে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে মসজিদ থেকে উচ্চস্বরে আযান দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তারপর ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে পিছনের লোকদিগকে (মুক্তাদি) নামাযে নেতৃত্ব দেন। এছাড়া জামাতে ফরয নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মুয়াযযিন সাহেব ইক্বামাহ্ দিয়ে থাকেন। আর খাদিম ইমাম সাহেব, মুয়াযযিন সাহেব, মোক্তাদিদের এবং মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। নামাযের স্থলের বাইরের দিকে বারান্দা থাকে। যেহেতু ইসলামে মসজিদ কেবল নামায আদায়ের জন্যই নয়, বরং একইসাথে রাজনীতি ও সমাজ পরিচালনার কেন্দ্র, তাই এই বারান্দাও মসজিদের স্থাপত্য কাঠামোর আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে।

মসজিদ কি আল্লাহর ঘর?

মসজিদ আল্লাহর ঘর : পৃথিবীর সব মসজিদকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য মসজিদগুলোকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলা হয়। মসজিদের মালিক আল্লাহ : পৃথিবীর সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম জায়গা : পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হলো মসজিদ।

কালেরকণ্ঠ

মসজিদ সর্বত্তম স্থান:

মসজিদ পৃথিবীর পবিত্রতম স্থান। ইসলামে মসজিদের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। নিম্নে ইসলামে মসজিদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হলো—

মসজিদ আল্লাহর ঘর : পৃথিবীর সব মসজিদকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য মসজিদগুলোকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলা হয়।

ইবরাহিম (আ.) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আ.)-কে কাবাঘরের পাশে রেখে এই বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, 'হে আমাদের রব, আমি আমার সন্তানদের একাংশকে তোমার এ পবিত্র (কাবা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের পালনকর্তা, যেন তারা সালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদের ফল-ফলাদি দ্বারা রিজিক দান করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭)

মসজিদের মালিক আল্লাহ : পৃথিবীর সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।এর পরও বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে মসজিদের মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের।' (সুরা কুরাইশ, আয়াত : ৩)

মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম জায়গা : পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হলো মসজিদ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ, আর সবচেয়ে খারাপ জায়গা হলো বাজার।

' (মুসলিম, হাদিস : ৬৭১)

সালাত আদায়ের স্থান : ঈমানের পর বান্দার ওপর ফরজ হলো সালাত আদায় করা। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। আর এই সালাত আদায়ের অন্যতম স্থান হলো মসজিদ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ঘরে অথবা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামাতে সালাত আদায় করার সওয়াব ২৫ গুণ বেশি। কারণ কোনো ব্যক্তি যখন ভালো করে অজু করে শুধু সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একেকটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়।

অতঃপর যখন সালাত আদায় শেষ করে জায়নামাজে বসে থাকে, ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির জন্য অনবরত এই দোয়া করতে থাকে যে হে আল্লাহ, তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করো। আর তোমাদের কেউ সালাতের জন্য অপেক্ষা করলে তার ওই সময় সালাতের মধ্যে গণ্য হবে।' (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৭)

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'একা একা সালাত আদায় করার চেয়ে জামাতে সালাত আদায় করা ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪৫)

ইতিকাফের স্থান : মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকাফ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা স্ত্রী-গমন কোরো না—যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় থাকো।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭)

মসজিদ আল্লাহভীরুদের ঘর : আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মসজিদ হলো প্রত্যেক আল্লাহভীরুর ঘর।' (সহিহ আত-তারগিব, হাদিস : ৩৩০)

কালেরকণ্ঠ

মসজিদ তৈরি ও সংরক্ষণ মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত:মহান আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণ ও সামষ্টিক আত্ম-নিবেদনের স্থান 'মসজিদ', 'বায়তুল্লাহ' বা আল্লাহর ঘর। পবিত্র কোরআনে আছে, 'নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর।

' (সুরা : জিন, আয়াত : ১৮)

মসজিদকে ভালোবাসা, মসজিদে বেশি সময় অবস্থান, মসজিদ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, মসজিদের উন্নতি সাধন, মসজিদের আদব রক্ষা করা ইত্যাদি মসজিদের হক ও মসজিদ আবাদ রাখার শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'প্রথম দিন থেকেই মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর...।'

(তাওবা, আয়াত : ১০৮)

ইসলামের শর্ত মেনে যে মসজিদ নির্মিত হয়, স্থান সংকুলান না হওয়া, ভগ্নদশা, জড়াজীর্ণাবস্থা ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা ছাড়া তা ভেঙে ফেলা জায়েজ নয়। তবে পুরনো মসজিদের সংস্কারে অসুবিধা নেই।'

(রদ্দুল মুহতার : ১৪/৪৩২)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি, 'ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর জিকির (ও ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো নষ্ট ও বিরান করতে চেষ্টা করে?'

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১১৪)।

মসজিদ আবাদ তথা সম্মান ও পবিত্রতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা (ঈমানদাররা) এ রকম ঘরসমূহে (ইবাদত-বন্দেগি করে) যেগুলোর আদব-সম্মান রক্ষা করার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর জিকর করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

EN

কালের কণ্ঠ

1. ইসলামী জীবন

প্রকাশ: ২৬ নভেম্বর, ২০২১ ০০:০০

মসজিদ k

এরশাদ হোসেন আজাদ

- অ +
- অ -

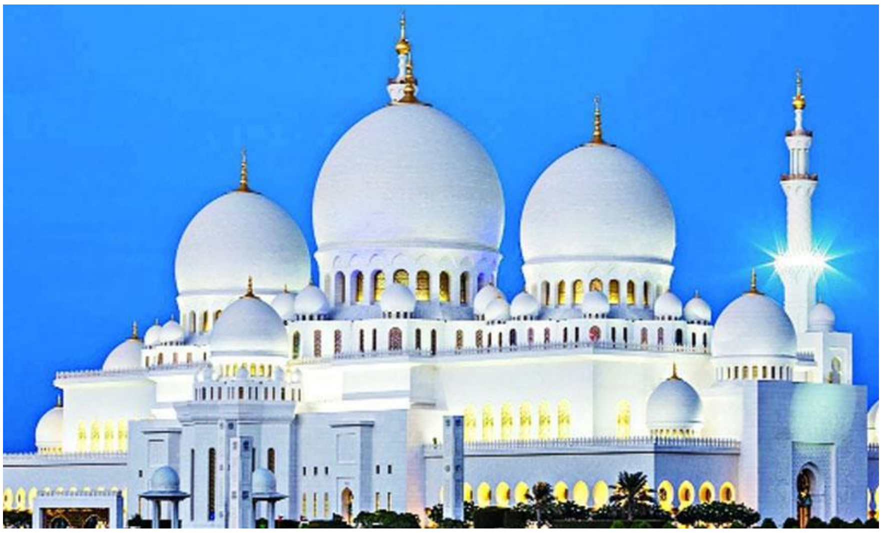

মহান আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণ ও সামষ্টিক আত্ম-নিবেদনের স্থান ‘মসজিদ’, ‘বায়তুল্লাহ’ বা আল্লাহর ঘর। পবিত্র কোরআনে আছে, ‘নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর।’ (সুরা : জিন, আয়াত : ১৮)

মসজিদকে ভালোবাসা, মসজিদে বেশি সময় অবস্থান, মসজিদ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, মসজিদের উন্নতি সাধন, মসজিদের আদব রক্ষা করা ইত্যাদি মসজিদের হক ও মসজিদ আবাদ রাখার শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর...।

’ (তাওবা, আয়াত : ১০৮)

ইসলামের শর্ত মেনে যে মসজিদ নির্মিত হয়, স্থান সংকুলান না হওয়া, ভগ্নদশা, জড়াজীর্ণাবস্থা ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা ছাড়া তা ভেঙে ফেলা জায়েজ নয়। তবে পুরনো মসজিদের সংস্কারে অসুবিধা নেই।' (রদ্দুল মুহতার : ১৪/৪৩২)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি, 'ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর জিকির (ও ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো নষ্ট ও বিরান করতে চেষ্টা করে?' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১১৪)। মসজিদ আবাদ তথা সম্মান ও পবিত্রতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা (ঈমানদাররা) এ রকম ঘরসমূহে (ইবাদত-বন্দেগি করে) যেগুলোর আদব-সম্মান রক্ষা করার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর জিকর করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩৬)

মসজিদ নির্মাণ, সংরক্ষণ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত ও সৌভাগ্যের বিষয়। প্রিয়নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য (অন্য কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে নয়) মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ওইরূপ ঘর তৈরি করবেন।' (বুখারি)

এ প্রসঙ্গে হজরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহর (রা.) এক বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি কোনো মসজিদ তৈরি করবে—হোক না তা 'কাতাত' পাখির বাসার সমান বা তার চেয়েও ছোট, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।'

হাদিসের ব্যাখ্যাকারীদের সিদ্ধান্ত হলো, মসজিদ নির্মাণে সাহায্য-সহায়তা মসজিদ নির্মাণ সমতুল্য ফলদায়ী পুণ্যময় ইবাদত ও মর্যাদাপূর্ণ।

প্রিয়নবী (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য (জান্নাতে) একটি ঘর তৈরি করবেন, যা তার তুলনায় দৈর্ঘ-প্রস্থে বড় হবে।' (আহমদ)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'একজন নিগ্রো মহিলা ছিল। সে মসজিদ ঝাড়ু দিত। এক রাতে সে মারা গেল। সকালে যখন তা রাসুলকে (সা.) জানানো হলো, তখন তিনি (সা.) বলেন, 'তোমরা আমাকে রাতে জানাওনি কেন?' তারপর তিনি (সা.) সাহাবিদের নিয়ে তার কবরের পাশে গেলেন, (জানাজার) তাকবির পড়লেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।

' (ইবনু মাজাহ)

এতে বোঝা গেল, মসজিদ ঝাড়ু দেওয়াও বরকতময়, স্বয়ং নবী করিম (সা.) ওই নিগ্রো মহিলার জন্য দোয়া করেছিলেন।

‘ইসলামী শরিয়া’ অনুযায়ী, যে স্থানে একবার মসজিদ হয়ে যায় তা কিয়ামত পর্যন্তই মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে’। সুরা বাকারার ১১৪ নম্বর আয়াত, মুসলিম শরিফের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়, ফাতহুল কাদির, ফাতওয়া রশিদিয়া : ৫/৪৪৬, আদাবুল মাসজিদ : ৩৯, আশরাফুল ফাতওয়া : ৩/৩২৮ ইত্যাদি অনুসারে যেখানে নামাজ আদায় করা হয়েছে, ওই স্থান অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করাও অবৈধ। হানাফি মাজহাব মতে যেসব মসজিদের কার্যক্রমে জামে মসজিদের শর্ত ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, ওই সব মসজিদ স্ব-স্থানে বিদ্যমান অবস্থায় আবাদ রাখা একান্ত জরুরি। জড়াজীর্ণ মসজিদের সংস্কার ও মুসল্লিদের ইবাদতের জন্য অধিকতর উপযোগী করা ‘জরুরিয়াতে দ্বিন’ বা ধর্মীয় বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ। মসজিদ পবিত্র স্থান। যেখানে নামাজ আদায় করা হয়েছে, তার হেফাজত করা একটি ঈমানী দায়িত্ব।

মসজিদ স্থানান্তর অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। মসজিদ এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, চাইলেই ওই মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না। সুরা বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে উল্লিখিত ‘মসজিদে আকসা’ বা ‘বায়তুল মুকাদ্দাস’, ভারতের বাবরি মসজিদ ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বিপন্ন, বিধ্বস্ত, বিলুপ্ত মসজিদ উদ্ধার ও রক্ষায় মুসলমানদের দীর্ঘ সংগ্রামের মূল প্রেরণা হলো, মসজিদ স্থানান্তরের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও অনড় অবস্থান।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ইসলামিক স্টাডিজ, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ

📝কালেরকণ্ঠ

মসজিদ নির্মাণের সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে:

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। তা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

দুনিয়ায় আল্লাহর মনোনীত কিছু ঘর আছে, যেখানে বান্দা মহান আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদাবনত হয়; আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। সেখানে প্রবেশ করলে মুমিনের মন আল্লাহর ভালোবাসার সৌরভে প্রশান্ত হয়ে যায়। সেখানে মুমিনরা মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়। সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার।’ (মুসলিম, হাদিস : ১৪১৪)

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূল কেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।

কালের কণ্ঠ

EN

কালের কণ্ঠ

1.
2. ইসলামী জীবন

প্রকাশ: ২৫ মে, ২০২৩ ১৭:০১

মসজিদ নির্মাণের সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে

মাইমুনা আক্তার

- অ +
- অ -

দুনিয়ায় আল্লাহর মনোনীত কিছু ঘর আছে, যেখানে বান্দা মহান আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদাবনত হয়; আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। সেখানে প্রবেশ করলে মুমিনের মন আল্লাহর ভালোবাসার সৌরভে প্রশান্ত হয়ে যায়। সেখানে মুমিনরা মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়। সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার।' (মুসলিম, হাদিস : ১৪১৪)

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূল কেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।

পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদে নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।

অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৪৫০)

তা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে, 'সাত ধরনের আমলের প্রতিদান মৃত্যুর পর কবরেও জারি থাকে।

১. যে ব্যক্তি কাউকে দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেবে। ২. যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে। ৩. অথবা কূপ খনন করবে। ৪. অথবা গাছ রোপণ করবে। ৫. অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে। ৬. অথবা কোরআন বিতরণ করবে। ৭. অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে। (আল বাহরুজ জাখখার : ১৩/৪৮৪)

আর মসজিদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিযুক্ত রাখা জরুরি। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষয় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না ওঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯)

তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, মুসল্লিদের মসজিদে এসে নামাজ পড়ার দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে নামাজ কায়েম করা। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। মসজিদের সঙ্গে তাদের মন সম্পৃক্ত করে দেওয়া। কিয়ামতের দিন সেসব মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে, যাদের অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

মসজিদে হারাম (আরবি: ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَام, প্রতিবর্ণীকৃত: *al-Masjid al-Ḥarām*, অনুবাদ 'পবিত্র মসজিদ')[৪] হলো সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে অবস্থিত একটি মসজিদ , যা মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় স্থাপনা। মসজিদটি বড় মসজিদ নামেও পরিচিত।[৫] এ মসজিদটি মুসলিমদের হজ্জ যাত্রাকালীন সফরের একটি স্থান, যা প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানের জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার পালনীয়। এছাড়াও মুসলমানদের হজ্জের চেয়ে ছোট জিয়ারত "উমরাহের" একটি প্রধান অংশ হিসেবেও মুসলিমদের সেখানে ভ্রমণ করতে হয়। উমরাহ বছরে যে কোনো সময়ে সম্পাদন করা যায়। হজ্জ ও উমরাহ উভয়েরই অংশ হিসেবে মুসলিমদের মসজিদটি থেকে কাবাকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। মসজিদটির আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যে রয়েছে: হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইব্রাহিম, সাফা ও মারওয়া ও জমজম কূপ।[৬]

মসজিদে হারাম

আরবি: ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَام

মসজিদে নববী (আরবি: المسجد النبوي) মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ যা বর্তমান সৌদি আরবের মদিনায় অবস্থিত। গুরুত্বের দিক থেকে মসজিদুল হারামের পর মসজিদে নববীর স্থান। মুহাম্মদ(স) হিজরত করে মদিনায় আসার পর এই মসজিদ নির্মিত হয়।[২]

মসজিদে নববী	
ٱلْمَسْجِدُ ٱلنَّبَوِي	

ধর্ম	
অন্তর্ভুক্তি	**ইসলাম**
নেতৃত্ব	*ইমাম(সমূহ):* আবদুর রহমান আস-সুদাইস (হারামাইনের সভাপতি)

- আবদুর রহমান আল হুজায়ফী
- সালাহ আল বুদাইর
- আবদুলবারি আওয়াদ আল-সুবাইতি
- আবদুল মুহসিন আল-কাসিম
- হুসাইন আবদুল আজিজ আল-শাইখ
- আহমাদ ইবনে তালিব হামিদ
- আবদুল্লাহ বু'য়াইজান
- আহমাদ আল হুজাইফাই
- খালিদ আল মুহান্না

অবস্থান	
অবস্থান	মদিনা, হেজাজ, সৌদি আরব[১]
প্রশাসন	সৌদি আরব সরকার
স্থাপত্য	
ধরন	**মসজিদ**

স্থাপত্য শৈলী	ধ্রুপদি ও সাম্প্রতিক ইসলামি; উসমানীয়; মামলুক পুনরুত্থানকারী
প্রতিষ্ঠার তারিখ	৬২২ খ্রিষ্টাব্দ
বিনির্দেশ	
ধারণক্ষমতা	৬,০০,০০০ (হজ্জের সময় এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০,০০,০০০ হয়)
মিনার	১০
মিনারের উচ্চতা	১০৫ মিটার (৩৪৪ ফু)

মুহাম্মাদ (স) এর বাসগৃহের পাশে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মসজিদের নির্মাণকাজে অংশ নিয়েছিলেন। সে সময় মসজিদ সম্মিলনস্থল, আদালত ও মাদ্রাসা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকরা মসজিদ সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন করেছেন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের মধ্যে এখানেই সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়।[৩] মসজিদ খাদেমুল হারামাইন শরিফাইনের নিয়ন্ত্রণে থাকে। মসজিদ ঐতিহ্যগতভাবে মদিনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মসজিদে নববী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান বিধায় হজ্জের সময়ে আগত হাজিরা হজ্জের আগে বা পরে মদিনায় অবস্থান করেন।

উমাইয়া খলিফা প্রথম আল ওয়ালিদের শাসনামলে সম্প্রসারণের সময় মুহাম্মদ এবং প্রথম দুই খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ও উমরের সমাধি মসজিদের অংশ হয়।[৪] মসজিদের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত সবুজ গম্বুজ একটি স্থাপনা।[৫] এটি আয়িশার বাড়ি

ছিল।[৪] এখানে মুহাম্মদ এবং তার পরবর্তী শাসক দুইজন সমাধি রয়েছে। ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কবরের উপর একটি কাঠের গম্বুজ নির্মিত হয়। এটি পরবর্তীতে ১৫শ শতাব্দীতে কয়েকবার এবং ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে একবার পুনর্নির্মিত ও সৌন্দর্যবর্ধিত করা হয়।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*] বর্তমান গম্বুজটি ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ কর্তৃক নির্মিত হয়।[৫] এবং ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সবুজ রং করা হয় ফলে এর নাম সবুজ গম্বুজ হয়েছে।

রিয়াজুল জান্নাহ:

বলেন, রিয়াজুল জান্নাতকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে রূপকভাবে। ওলামায়ে কেরামরা রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এখানে জিকির করলে রহমত ও সৌভাগ্য লাভ করা যায়। নুরুদ্দিন সামহুদির লেখা অফা আল অফার দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত, রিয়াজুল জান্নাতে ইবাদত বেহেশতের বাগানে পৌঁছায় এই অর্থে ও তা রূপক অর্থবোধক।Sep 14, 2018

প্রথমআলো

ইসলামে ফজিলত লাভের উদ্দেশ্যে তিন মসজিদে ভ্রমণ করার অনুমোদন আছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো সৌদি আরবের মক্কার মসজিদুল হারাম বা কাবা শরিফ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জেরুজালেমের মসজিদ আল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস: ইসলামের প্রথম কিবলা মসজিদ। তৃতীয়টি হলো মদিনার মসজিদে নববি, মদিনা নবীর শহর, একে আরবিতে বলা হয় 'মদিনাতুন নবী'। আর মদিনার প্রাণকেন্দ্র হলো 'মসজিদে নববি'। মসজিদে নববির ভেতরে একটা জায়গা আছে, তার নাম রিয়াজুল জান্নাত। রিয়াজুল জান্নাত বলতে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে তৈরি করা মসজিদকে বোঝায়। মিম্বর ও হুজরাহর মধ্যবর্তী স্থান। মসজিদে নববিতে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক এবং তাঁর জমানার মূল মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানকে নবীজি বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান বলেছেন। এটাই রিয়াজুল জান্নাত। এই জায়গায় সবুজ-সাদা রঙের কার্পেট বিছানো আছে। মসজিদের অন্য কার্পেটগুলো লাল রঙের। ভিন্ন রঙের কার্পেট দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না রিয়াজুল জান্নাতের সীমানা। এ স্থানে নামাজ পড়া অতি উত্তম।

রিয়াজুল জান্নাত বা বেহেশতের বাগান সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। ইবনে হাজাম (রা.) বলেন, রিয়াজুল জান্নাতকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে রূপকভাবে। ওলামায়ে কেরামরা রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এখানে জিকির করলে রহমত ও সৌভাগ্য লাভ করা যায়। নুরুদ্দিন সামহুদির লেখা *অফা আল অফার* দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত, রিয়াজুল জান্নাতে ইবাদত বেহেশতের বাগানে পৌঁছায় এই অর্থে ও তা রূপক অর্থবোধক। আল্লাহ এই স্থানটুকু হুবহু বেহেশতে স্থানান্তর

করবেন। এই অংশ অন্যান্য জমিনের মতো নয়। পবিত্র স্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন ইবাদতের মাধ্যমে তা আবাদ রাখি। রিয়াজুল জান্নাতের ভেতরে কয়েকটি স্তম্ভ রয়েছে, সেগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বলে। রাসুল (সা.)-এর তৈরি মসজিদে খেজুরগাছের খুঁটিগুলোর স্থানে উসমানি সুলতান আবদুল মাজিদ পাকা স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এগুলোর গায়ে মর্মর পাথর বসানো এবং স্বর্ণের কারুকাজ করা।

উস্তুওয়ানা হান্নানা (সুবাস স্তম্ভ)

প্রথমদিকে রাসুল (সা.) মিম্বর ছাড়াই খেজুরগাছের একটি কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। পরবর্তী সময়ে জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য দুটি সিঁড়ি ও একটি বসার স্থান তৈরি করা হয়। মিম্বরে নববির ডান পাশে খেজুরগাছের গুঁড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভটি। এতে নিয়মিত সুগন্ধি মাখানো হয় বলে একে সুবাস স্তম্ভ বলা হয়। এটি বর্তমানে স্তম্ভ আকারে আর নেই। একে উস্তুওয়ানা হান্নানাও বলা হয়।

উস্তুওয়ানা সারির

সারির অর্থ বিছানা। এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইতিকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্তম্ভটি হুজরা শরিফের পশ্চিম পাশে জালি মোবারকের সঙ্গে রয়েছে। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, সেখানে তাঁর জন্য খেজুরপাতার তৈরি মাদুর এবং একটি বালিশ রাখা হতো। বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মধ্যস্থতার জন্য এই স্তম্ভের কাছে বিছানা পেতে বসতেন।

উস্তুওয়ানা উফুদ (প্রতিনিধি স্তম্ভ)

বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন প্রতিনিধিদল উস্তুওয়ানা উফুদে বসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বলতেন। এ স্তম্ভও জালি মোবারকের সঙ্গে রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাতেন। তিনি তাঁদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন ও এর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতেন। ফলে বহু গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এটাকে ‘গণ্যমান্য মজলিশ’ও বলা হয়, যেখানে বড় বড় সাহাবায়ে কিরামও বসেছেন। একে প্রতিনিধি স্তম্ভও বলে।

উস্তুওয়ানা আয়েশা (আয়েশা স্তম্ভ)

নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আমার মসজিদে এমন একটি জায়গা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামাজ পড়ার ফজিলত জানত, তাহলে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করত।' স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম চেষ্টা করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হজরত আয়েশা (রা.) তাঁর ভাগনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)–কে সে জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি উস্তুওয়ানা উফুদের পশ্চিম পাশে রওজায়ে জান্নাতের ভেতর।

উস্তুওয়ানা আবু লুবাবা (তওবা স্তম্ভ)

হজরত আবু লুবাবা (রা.) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে এই স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুরে পাক (সা.) নিজে না খুলে দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সঙ্গে বাঁধা থাকব।' নবী করিম (সা.) বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলব না।' এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন পর হজরত আবু লুবাবা (রা.)–এর তওবা কবুল হলো। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এটি উস্তুওয়ানা উফুদের পশ্চিম পাশে রওজায়ে জান্নাতের ভেতর অবস্থিত।

1. **ফেরদৌস ফয়সাল,** *প্রথম আলোর* হজ প্রতিবেদক **প্রথমআলো**

মসজিদে আকসা:এই স্থান মুসলিমদের প্রথম কিবলা (প্রার্থনার দিক)। হিজরতের পর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে কাবা নতুন কিবলা হয়। বর্তমানে "আল-আকসা" মসজিদ বলতে বোঝায় কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ ও বুরাক মসজিদ (৩টির) এর সমন্বয় যা "হারাম আল শরীফ" এর চার দেয়াল এর মধ্যেই অবস্থিত। জেরুসালেমের পুরনো শহরে আল-আকসার অবস্থান। **উইকিপিডিয়া**

উমাইয়া খলিফা হযরত আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৭২ হিজরিতে এটি নির্মাণ করেন। এর পাশেই কিবলি মসজিদ নির্মাণ করেন খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক। কিবলি মসজিদ নির্মাণ করতে ১০ বছর (৮৬-৯৬ হি.)

আল-আকসা মসজিদ মুসলিমদের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ছবির উৎস,

GETTY IMAGES

ছবির ক্যাপশান,

এই ডোম অব দ্য রকের ভেতরেই রয়েছে সেই পাথরের ভিত্তি - যেখান থেকে ইসলামের নবী মোহাম্মদ মিরাজে গিয়েছিলেন বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন।

সময় নিউজ

২১ এপ্রিল ২০২৩

মক্কা ও মদিনার পর জেরুসালেমের আল-আকসা মসজিদকে ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি বছর ফিলিস্তিন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মুসলিম আসেন এই মসজিদ প্রাঙ্গণে। মসজিদটি ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়।

গত কয়েক বছর ধরে আল আকসা প্রাঙ্গণে ইসরায়েলি বাহিনী ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু এই এলাকাটি এত স্পর্শকাতর কেন? এর জন্য ফিরে তাকাতে হবে এর ইতিহাসের দিকে।

আল আকসা চত্বরে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্থাপনা। যার কোনটি মুসলমানের জন্য, কোনটি ইহুদিদের জন্য আবার কোনটি খ্রিস্টানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর সবগুলো্ স্থাপনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তিনটি ধর্মের ইতিহাস।

মসজিদে কুবা বা **কুবা মসজিদ** (আরবি: مسجد قباء) সৌদি আরবের মদিনায় অবস্থিত। এটি ইসলামের প্রথম মসজিদ। হিজরতের পর মুহাম্মদ সাল্লেলাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

মসজিদে কুবা

মসজিদে কুবা (২০১৩ সালে)

ধর্ম	
অন্তর্ভুক্তি	ইসলাম
প্রদেশ	মদিনা প্রদেশ
অঞ্চল	হেজাজ
অবস্থান	
অবস্থান	মদিনা, সৌদি আরব

দেশ	সৌদি আরব

সৌদি আরবে মসজিদটির অবস্থান

স্থানাঙ্ক	২৪°২৬′২১″ উত্তর ৩৯°৩৭′০২″ পূর্ব
স্থাপত্য	
ধরন	মসজিদ
সম্পূর্ণ হয়	৬২২

বিনির্দেশ	
গম্বুজসমূহ	৬
মিনার	৪
ওয়েবসাইট	

www.qubamosque.com

ফজিলত ও মর্যাদার দিক থেকে মসজিদে কুবার অবস্থান ৪র্থ। মক্কার মসজিদে হারাম, মদিনার মসজিদে নববী এবং জেরুসালেমের মসজিদে আকসার পরই মসজিদে কুবার স্থান।[১][২][৩][৪]

উইকিপিডিয়া

জামে মসজিদ (আরবি: مَسْجِد جَامِع, ফার্সি: مسجد جامع) (কখনও কখনও **জামি মসজিদ** বা **বড় মসজিদ** নামেও পরিচিত) একটি নির্দিষ্ট এলাকার প্রধান মসজিদ যেখানে শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।[১][২][৩] এছাড়া কাছাকাছি কোনো মুসল্লা বা ঈদগাহ না থাকলে এই মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ভারতের দিল্লিতে জামে মসজিদ

উইকিপিডিয়া

যেকোনো বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দলবদ্ধভাবে নামায আদায়ের সুবিধা দিতে প্রতিষ্ঠা করা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, আবেষ্টনযুক্ত স্থান বা ঘরকে পাঞ্জেগানা মসজিদ বলে। এ মসজিদে জুমার নামাজ ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয়।

https://bn.wikipedia.org › wiki › ম...

মসজিদ - উইকিপিডিয়া

১. সর্বদা মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামাজ পড়তে ব্যাকুল ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আর্শের নিচে ছায়া পাবে:

শেয়ার ও অন্যান্য

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».

“সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আর্শের নিচে ছায়া দিবেন যে দিন আর কোনো ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণি হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইন্সাফের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের ওপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণি হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণি হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণি হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোনো প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে অথচ সে বলছেঃ আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ট শ্রেণি হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান কি সাদাকা করছে। সপ্তম শ্রেণি হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করছে”।[1]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

«وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْـمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ».

"তৃতীয় শ্রেণি হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো থাকে যখন সে মসজিদ থেকে বের হয় যতক্ষণ না সে মসজিদে ফিরে আসে"। মসজিদের সাথে অন্তর লেগে থাকা মানে মসজিদকে অধিক ভালোবাসা এবং তাতে জামা'আতে সালাত আদায়ের প্রতি অধিক নিষ্ঠাবান হওয়া। এর মানে দুনিয়ার সকল কাজ বাদ দিয়ে মসজিদে সর্বদা বসে থাকা নয়।

>

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩১।

فِيْ الْـمَنَامِ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيْـمَ يَخْتَصِـمُ الْـمَلأُ الأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْـنَ كَتِفَـيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَـرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ أَوْ

قَالَ: فِي نَحْـرِيْ، فَعَلِمْتُ مَا

فِـيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَا

উইকিপিডিয়া

জীবন্ত মসজিদ:পৃথিবীর প্রথম মসজিদ খানায়ে কাবাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর প্রথম নগর মক্কানগরী গড়ে উঠেছে। আজ থেকে এক হাজার বায়ান্ন বছর আগে ফাতেমি যুগে মিসরের কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত নবি দুহিতা

ফাতেমাতুজ্জাহরার নামে 'আল মাসজিদু জামে আজহার' প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তাকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়' (প্রতিষ্ঠাকাল ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ)। পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'জামে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়'। আরেকটি ইরানের কোম বিশ্ববিদ্যালয়।

এগুলো পাশ্চাত্যের অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ থেকেও প্রাচীন। আরবি বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় জামেয়া। জামে শব্দের অর্থ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নয়। জামে অর্থ হচ্ছে পড়সঢ়ষবী বা সম্মিলিত ব্যবস্থা।

যে মসজিদে জুমা হবে, পাঞ্জেগানা নামাজের সঙ্গে পাঠদান হবে, পাঠাগার থাকবে, চা-নাশতার ব্যবস্থা থাকবে, শিশু-কিশোর নারীসহ বিভিন্ন শ্রেণির জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে, জনকল্যাণকর কর্মসূচি থাকবে, বহুমুখী কার্যক্রমের জন্য বহু স্থাপনা ও উদ্যোগ থাকবে তা হচ্ছে জামে মসজিদ বা 'মসজিদ কমপ্লেক্স'।

এ ধরনের একটি মসজিদের নাম ‘জামে আজহার’। গুণগতভাবে এটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত হলেও আজও কিন্তু ‘জামে আজহার’কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়ে নামকরণ করা হয়নি।

মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণালি যুগের সাক্ষী হিসাবে এখনো টিকে আছে আজহার জামে মসজিদ। এসব মসজিদ থেকে এক সময় রাজনীতি, সমাজনীতিসহ শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হতো। জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস ওহির জ্ঞানের আলোকে এসব শিক্ষাকেন্দ্র জামে মসজিদে যুগ যুগ ধরে চলেছিল। যেমন দামেস্কের জামে মসজিদ। যেখানে ঈসা (আ.) আসমান থেকে নামবেন বলে শ্রুতি রয়েছে।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সব কিছু নবিজি (সা.)-এর সময়ে মসজিদে নববি থেকে পরিচালিত হতো। যে কোনো ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যায় লোকেরা মসজিদে হাজির হতো। ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ক্রমবিকাশে আলাদা অফিস-আদালত স্থাপিত হলেও শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ মসজিদ থেকেই হতো। মাদ্রাসা-বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে শুরু হয়।

এখনো জামে আজহার তা জানিয়ে দিচ্ছে সেই মুসলিম ঐতিহ্য। বর্তমানে বেশিরভাগ মসজিদ প্রাসাদের মতো স্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত হলেও নামাজের পর এগুলো মৃত পড়ে থাকে। ইমাম মুয়াজ্জিনদের বেতন কম বলে নামাজের পরই তারা নিজের ধান্ধায় বেরিয়ে পড়েন-তাই মসজিদের কার্যক্রম আগের মতো নেই। আশার কথা সাম্প্রতিককালে ‘জামে মসজিদে’র ধারণা ইউরোপ আমেরিকায় ইসলামিক সেন্টার নামে কিছুটা হলেও শুরু হয়েছে।

ইসলামিক সেন্টারে নামাজের জামাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্টিন ব্যবস্থা, পাঠাগার ব্যবস্থা, অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা, রিলিফ কার্যক্রমসহ জনকল্যাণমূলক অনেক কর্মসূচি ইসলামিক সেন্টারে যুক্ত হয়েছে। আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে মক্তব ব্যবস্থাও ঠিকমতো হচ্ছে না। জনকল্যাণমূলক কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আজানের নামাজের জন্য ‘হাইয়া আলাস সালাহ্-এসো নামাজের জন্য’ বলার পর।

সুবিধা কল্যাণ পাওয়ার জন্য ‘হাইয়া আলাল ফালাহ-এসো কল্যাণের জন্য’ ঘোষণা করা হয়। বাস্তবে মসজিদে নামাজের বাইরে কোনো সুবিধা ও কল্যাণকর ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। কার্যত মসজিদগুলো মরে গেছে।

পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ইসলামি শিক্ষার পুরোধা মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সদরসাব হুজুর মৃত মসজিদগুলো জীবন্ত করার উদ্যোগ নিয়ে লালবাগ শাহী মসজিদে জামেয়া কুরআনিয়া স্থাপন করেন। তার চিন্তার ফসল জনগণের চেতনায় জাগৃতির জন্য ‘জীবন্ত মসজিদ’ নামে একটি পুস্তিকাও লিখে বিতরণ করেন।

সদরসাব হুজুরের যোগ্য উত্তরসূরি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর আশা করা যায় বায়তুল মোকাররমকে কেন্দ্র করে ঢাকার মৃতবৎ মসজিদগুলোকে জীবন্ত করে তুলবেন।

১৯৫৬ সালের ২৮ জুলাইয়ে সদর সাব হুজুরের নিজ হাতে লেখা একটি চিঠি আমাদের কাছে এখনো সংরক্ষিত আছে, যেখানে তিনি সোনারগাঁ পরগণার হাদি ও মুবাল্লিগ মাওলানা লালপুরী শাহকে মসজিদগুলোকে জীবন্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সদরসাব হুজুরের সহকর্মী ঢাকার কুতুব ও আধ্যাত্মিক নেতা হাফেজ্জী হুজুরও প্রতিটি মসজিদে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা স্থাপনে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। মসজিদকে জীবন্ত করার জন্য বাইরের লোকেরা উদ্যোগ নেবে না সমাজের লোকদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রাথমিকভাবে মসজিদে যেসব প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে

১. মসজিদে ফ্রি ফোরকানিয়া মক্তব-মাদ্রাসা বয়স্ক শিক্ষাকার্যক্রম চালু। ২. সামাজিককল্যাণ তহবিল গঠন করে মসজিদ এলাকায় সেনিটেশন কার্যক্রম কর্জে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণদান কার্যক্রম। ৩. শিশু ও মুসল্লিদের নিয়ে শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা। ৪. ক্যান্টিন ব্যবস্থা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। প্রতিটি জামে মসজিদে থাকতে পারে ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সেবা।

যুগান্তর

মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

শরিয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের ব্যাপারে ছয় শ্রেণির মানুষ দায়িত্বশীল। তাঁরা হলেন ইমাম-খতিব, মুয়াজ্জিন, খাদিম, মক্তবের পরিচালক ও কমিটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। প্রত্যেকের কিছু দায়িত্বও আছে। যেমন—ইমাম যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবেন এবং মুসল্লিদের দ্বিনি জ্ঞান, ঈমান ও আমলের উন্নয়নের চিন্তা করবেন।

মুয়াজ্জিন যথাসময়ে আজান দেবেন। ইমামকে সহযোগিতা করবেন। খাদিমরা নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করবেন। মক্তবের পরিচালক মুসলিম শিশুদের ফরজ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবেন।

কমিটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মসজিদ ও মুসল্লিদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবেন। মসজিদের সার্বিক পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমামকে পরামর্শ দেবেন এবং তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। (আহকামুল মাসাজিদ ফিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ৪০৫-৮)

> **আল্লাহ বলেন**
>
> তারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালের ওপর। তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।
>
> (সুরা তাওবা, আয়াত : ১৮)

মসজিদ পরিচালনাকারী মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআনের এক আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালের ওপর।

তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ১৮)

এ আয়াত থেকে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যদের পাঁচটি গুণের কথা জানা যায়। যথা—

১. আল্লাহর ওপর ঈমান আনা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদের যাবতীয় কাজ করা।

২. পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অপার্থিব উদ্দেশ্যে মসজিদের জন্য কাজ করা।

৩. সালাত কায়েম করা। সালাত কায়েম হয় জামাতের সঙ্গে যথাযথভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে।

৪. জাকাত দেওয়া। সাধ্যমতো দান-সদকা করার মানসিকতা থাকা।

৫. দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে নির্ভয়ে সত্য বলার অভ্যস্ত হওয়া। যারা স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষভাবে সত্য বলে, তারাই মসজিদ কমিটিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

৬. মসজিদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকা। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সেই সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত দেওয়া থেকে বিরত রাখে না।' (সুরা নুর, আয়াত : ৩৬-৩৭)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, এমন মানুষের তত্ত্বাবধানে মসজিদ পরিচালিত হওয়া জরুরি, যাদের সঙ্গে মসজিদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রচিত হয়েছে, যারা সুখে-দুঃখে সব সময় মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। ইবাদত ও আমলের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ রাখে।

৭. মসজিদ ব্যবস্থাপনার পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং বৈষয়িক যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যখন অযোগ্যকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকো।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪৯৬)

৮. পদলোভী না হওয়া। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমরা কোনো পদপ্রার্থী বা পদপ্রত্যাশীকে পদ দিই না।' (বুখারি, হাদিস : ৭১৪৯)

৯. আমানতদার হওয়া। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার যথাযথ হকদারকে পৌঁছে দিতে...।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮)

১০. আল্লাহভীরু ও মুত্তাকি হওয়া এবং মসজিদের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া। মক্কার কুরাইশরা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গর্ব বোধ করত এবং সেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার ও ধর্মীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করত। আল্লাহ তাআলা তাদের এই প্রবণতার নিন্দা করে বলেন, 'তাদের কী-ই বা বলার আছে যে আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, যখন তারা মানুষদের মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়? অথচ তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়। আল্লাহভীরুরাই এর তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ বিষয়টি জানে না।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৩৪)

১১. প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দ্বিনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।' (নাসায়ি, হাদিস : ২২৪)

১২. ফাসেক, পাপাচারী ও অপবিত্র না হওয়া। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সেখানে (মসজিদে কোবায়) এমন লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জন ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ১০৮)

এই আয়াতে বাহ্যিক অপবিত্রতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মসজিদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রকাশ্য পাপ ও অপ্রকাশ্য অপবিত্রতামুক্ত হতে হবে।

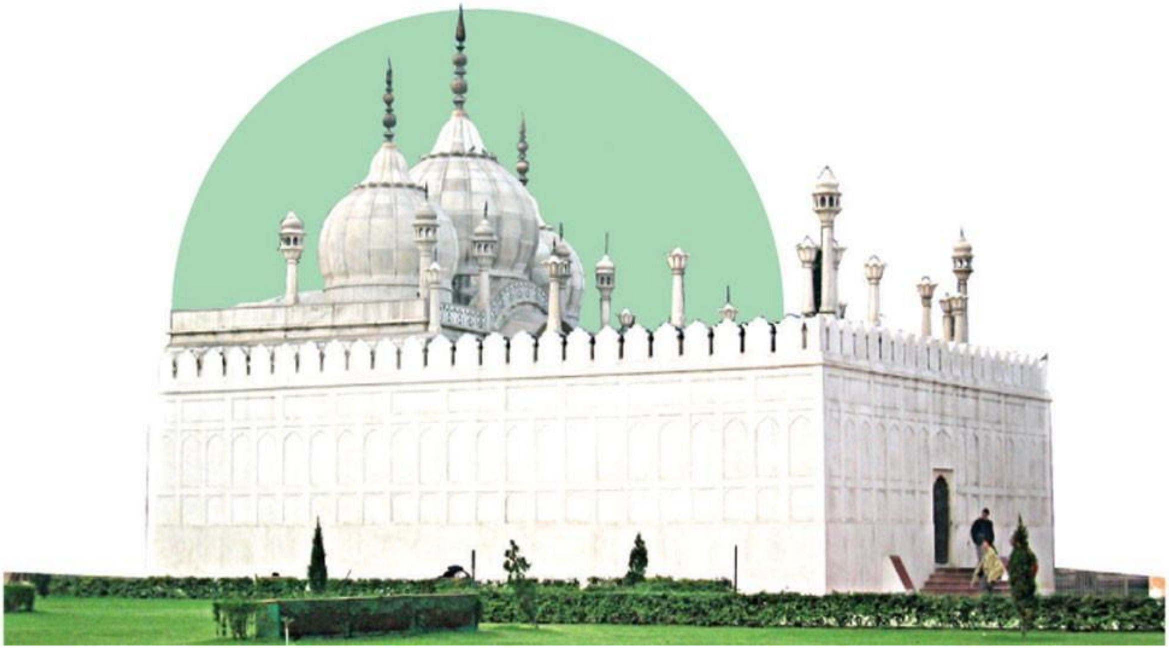

আগ্রা লাল কেল্লার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ঐতিহাসিক মতি মসজিদ। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (রহ.) তাঁর রাজত্বের শুরুর ভাগে এটি নির্মাণ করেন। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। তিনি তাঁর রাজত্বের প্রথম ২৩ বছর দিল্লিতে অবস্থান করেন।

এ সময় মতি মসজিদ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মসজিদ। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি দিল্লি ছাড়েন। এরপর আর কখনোই তাঁর দিল্লি ফেরা হয়নি। মসজিদটি নির্মাণ করতে পাঁচ বছর সময় এবং এক লাখ ৬০ হাজার রুপি ব্যয় হয়েছিল।

এটাই ছিল আগ্রা কেল্লার অভ্যন্তরে নির্মিত প্রথম মসজিদ। ঐতিহাসিকরা লেখেন, সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর সভার লোকদের নিয়ে এখানে জোহরের নামাজ আদায় করতেন।

মতি মসজিদ মূলত আগ্রা লাল কেল্লার অংশ। সম্রাট শাহজাহান যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে লাল কেল্লা তৈরি করেন।

কেল্লার পূর্ব দিকে যেখান থেকে নদীর প্রবাহ দেখা যায়, সেখানে সম্রাটদের প্রাসাদ ছিল। উত্তর দিকে ব্যাবসায়িক কেন্দ্র, দক্ষিণ দিকে নারীদের থাকার স্থান ছিল। দুর্গের পশ্চিম পাশে ছিল দেওয়ানে আম এবং পশ্চিম দিকের প্রবেশপথে ছিল বাজার। ১৮৫৭

খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় লাল কেল্লার অন্যান্য অংশের মতো মতি মসজিদও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য পরে ব্রিটিশ সরকার এর পুনর্নির্মাণ করে।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, দিল্লি জামে মসজিদ কিছুটা দূরে হওয়ায় সম্রাট শাহজাহান তাঁর বাসভবনের কাছে মতি মসজিদ নির্মাণ করেন, যেন তিনি সহজেই মসজিদে উপস্থিত হতে পারেন এবং সব সময় জামাতে নামাজ আদায় করতে পারেন।

মতি মসজিদ একটি আয়তাকার দেয়াল দ্বারা ঘেরা, যার দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার। মসজিদের পূর্ব-পশ্চিমের দেয়ালের উচ্চতা ৬.১ মিটার, যাতে রয়েছে তিনটি বাল্ব, সাদা মার্বেল আচ্ছাদিত গম্বুজ এবং একাধিক ছোট মিনার। দেয়ালে আছে পদ্মের কারুকাজ। তবে দুর্গসদৃশ উঁচু দেয়ালের কারণে মূল মসজিদের অনেকটাই আড়াল হয়ে গেছে। পূর্ব দেয়ালে একটি খিলানযুক্ত দরজা দিয়ে একটি ছোট সিঁড়ি বেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা যায়। মসজিদের সামনের প্রাঙ্গণে মধ্যভাগে অজুখানা ও পানির হাউস রয়েছে। মূল মসজিদ, মসজিদের প্রাঙ্গণ ও অজুখানা—সবই সাদা মার্বেল পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত।

মূল প্রার্থনাকক্ষটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রার্থনাকক্ষটিও সাদা মার্বেল পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রার্থনাকক্ষের ওপর তিন শিরাবিশিষ্ট গম্বুজ ছিল, যা সাদা মার্বেল পাথর পরিহিত ছিল। এর ওপর পিতলের কারুকাজ ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় গম্বুজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভেঙে পড়ে। এ সময় একদল ব্রিটিশ সেনা গম্বুজের তামার কারুকাজ নিলামে বিক্রি করে দেয়। উনিশ শতকের শেষ ভাগে ব্রিটিশ সরকার একটি অস্থায়ী গম্বুজ তৈরি করে। মসজিদের দেয়াল, মিহরাব, গম্বুজ, মিনারে বাহারি নকশা ও পাথরের কারুকাজ দেখা যায়। পূর্ব দেয়ালের দরজায় পিতলের কারুকাজ রয়েছে। মূল মসজিদের মেঝেতে কালো মার্বেল পাথর দ্বারা জায়নামাজের মতো নকশা করা হয়েছে, যা মুসল্লিরদের নামাজের জায়গা চিহ্নিত করে।

যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

মতি মসজিদ সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর একটি, যা একই সঙ্গে ধর্মীয় গাম্ভীর্য ও রাজকীয় ঐশ্বর্যের ধারক। মার্বেলের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ, জ্যামিতিক নকশা, ভারতীয় পদ্ম ও লতার কারুকাজ তাঁর সময়ে শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে ধারণা দেয়। বিশেষত যারা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে শিল্প-সাংস্কৃতির বিরোধী আখ্যা দেয় এই মসজিদ তাদের মত প্রত্যাখ্যান করে। তবে মতি মসজিদ নিয়ে ঐতিহাসিকদের ভিন্নমতও আছে। কারো কারো মতে, সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী নবাব বাঈয়ের জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী ও প্রাসাদের নারীরাই মূলত সেখানে নামাজ আদায় করত।

তথ্যঋণ : আর্কনেট ডট অর্গ ও উইকিপিডিয়া

আল্লাহ রাববুল 'আলামীন যাকাত বন্টনের যেসব খাত উল্লেখ করেছেন, মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৬০)*। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'যাকাত বন্টন' অধ্যায়, ১/৪৭০ পৃঃ)*।

যে নবী-রাসুলরা মসজিদ নির্মাণ করেছেন:

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের বিশেষ গুরুত্ব আছে। হাদিস শরিফে মসজিদ নির্মাণকে জান্নাতে গৃহ নির্মাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের মতো পুণ্যময় কাজ করেছেন নবীরা। নিম্নে যেসব নবী মসজিদ নির্মাণ করেছেন, তাঁদের বিষয়ে আলোচনা করা হলো—

আদম (আ.) : কাবাগৃহ সর্বপ্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন।অতঃপর আদম (আ.) তা পুনর্নির্মাণ করেন। কাবা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আ.) অথবা তাঁর কোনো সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করা হয়। (বুখারি, হাদিস : ৩৪২৫; মুসলিম, হাদিস : ৫২০)

ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ.) : প্রথম রাসুল নুহ (আ.)-এর সময়ে প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে এর ভিত্তি আগের মতো থেকে যায়।পরবর্তী সময়ে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তি-ভূমিতে ইবরাহিম (আ.) তা পুনর্নির্মাণ করেন। ইবরাহিম (আ.)-কে কাবাগৃহ নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৭)

দাউদ (আ.) : ইয়াকুব (আ.) কর্তৃক বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাজার বছর পর দাউদ (আ.) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ.)-এর কাজ সমাপ্ত করেন। (নবীদের কাহিনি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯)

আর সুলায়মান (আ.) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন আমি (আল্লাহ) সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ছাড়া—যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহলে তারা (বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না।' (সুরা : সাবা, আয়াত : ১৪)

মুহাম্মদ (সা.) : মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (সালাতের জন্য) দাঁড়ানোর যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব মানুষ আছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালোবাসে। বস্তুত আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১০৮)

কোবা থেকে মদিনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুমার সালাত ফরজ করেন। ইয়াসরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের 'রানুনা' উপত্যকায় তিনি প্রথম জুমার সালাত আদায় করেন, যাতে ১০০ জন মুসল্লি শরিক হন। এটা ছিল রাসুল (সা.) কর্তৃক প্রথম জুমা। (আল-বিদায়াহ, আয়াত : ২/২১১)

রাসুল (সা.) মদিনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং সাহাবিরা তাঁর সঙ্গে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর আম্মার দুটি দুটি করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করিম (সা.) তা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।' (বুখারি, হাদিস : ৪৪৭

কালেরকণ্ঠ

মসজিদ নির্মাণকারীদের সওয়াব:মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজরতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদ-ই-নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

কালেরকণ্ঠ

কোরআনে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার ফজিলত:

☰

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

ধর্ম

কোরআনে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার ফজিলত

বৃহস্পতিবার, ৩০ মে ২০২৪

মুসলমানদের সমাজের একটি অপরিহার্য ইমারত ও প্রতিষ্ঠান হলো মসজিদ। এটি মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে নামাজ আদায়ের স্থান, দীন শেখার স্থান এবং মুসলমানদের সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র।

Advertisement

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় নবি ইবরাহিমের (আ.) প্রতিষ্ঠিত মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় করতেন। মক্কা ছেড়ে হিজরতের সময় মদিনায় পৌঁছার আগেই কুবায় যাত্রাবিরতিকালে সেখানে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন যা মসজিদে কুবা নামে প্রসিদ্ধ। মদিনায় পৌঁছে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা করেন। নিয়মিত নামাজ আদায়, দীনি তালিম-তরবিয়ত ছাড়াও এই মসজিদটি থেকেই তিনি মদিনার প্রশাসনিক সব কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে মসজিদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও ফজিলত, মসজিদ নির্মাণকারীদের মর্যাদা বোঝা যায়। এখানে আমরা কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি।

মসজিদ নির্মাণ নবিদের কাজ

Advertisement

কোরআনে আল্লাহ তার নবি ও খলিল ইবরাহিমের (আ.) কাবা ও মসজিদুল হারাম নির্মাণের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যে কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন, দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَیۡتَ مَثَابَۃً لِّلنَّاسِ وَ اَمۡنًا ؕ وَ اتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَ عَهِدۡنَاۤ اِلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ وَ اِسۡمٰعِیۡلَ اَنۡ طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَ الۡعٰکِفِیۡنَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُوۡدِআর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং বললাম ‘তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর’। আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর। (সুরা বাকারা: ১২৫)

মসজিদ নির্মাণের সময় ইবরাহিম ও ইসমাইলের (আ.) দোয়ার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

وَ اِذۡ یَرۡفَعُ اِبۡرٰهٖمُ الۡقَوَاعِدَ مِنَ الۡبَیۡتِ وَ اِسۡمٰعِیۡلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ رَبَّنَا وَ اجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَیۡنِ لَکَ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِنَاۤ اُمَّۃً مُّسۡلِمَۃً لَّکَ ۪ وَ اَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبۡ عَلَیۡنَا ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ رَبَّنَا وَ ابۡعَثۡ فِیۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

Advertisement

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবার ভিতগুলো ওঠাচ্ছিল এবং বলছিল, হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা বাকারা: ২৭-২৯)

সুরা হজে নবি ইবরাহিমকে (আ.) মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِیۡمَ مَکَانَ الۡبَیۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِکۡ بِیۡ شَیۡئًا وَّ طَهِّرۡ بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَ الۡقَآئِمِیۡنَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহিমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীদের জন্য।

মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ মুমিন-মুত্তাকিদের কাজ

সুরা তাওবায় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতাআলা মসজিদকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদকারীদের নেক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

اِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَی الزَّکٰوۃَ وَ لَمۡ یَخۡشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤی اُولٰٓئِکَ اَنۡ یَّکُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِیۡنَ একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা বাকারা: ১৮)

মসজিদে কুবা নির্মাণ ও আবাদকারীদের প্রশংসা

সুরা তাওবায় মসজিদে কুবা নির্মাণ ও আবাদকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَمَسۡجِدٌ اُسِّسَ عَلَی التَّقۡوٰی مِنۡ اَوَّلِ یَوۡمٍ اَحَقُّ اَنۡ تَقُوۡمَ فِیۡهِ فِیۡهِ رِجَالٌ یُّحِبُّوۡنَ اَنۡ یَّتَطَهَّرُوۡا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الۡمُطَّهِّرِیۡنَ যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, তোমার নামাজে দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত, সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। (সুরা তাওবা: ১০৮)

মসজিদ সমুন্নত করার নির্দেশসুরা নুরে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতাআলা মসজিদকে মর্যাদায় সমুন্নত করার ও মসজিদে তার নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মসজিদে ইবাদতকারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فِیۡ بُیُوۡتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنۡ تُرۡفَعَ وَ یُذۡکَرَ فِیۡهَا اسۡمُهٗ ۙ یُسَبِّحُ لَهٗ فِیۡهَا بِالۡغُدُوِّ وَ الۡاٰصَالِ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِیۡهِمۡ تِجَارَۃٌ وَّ لَا بَیۡعٌ عَنۡ ذِکۡرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوۃِ وَ اِیۡتَآءِ الزَّکٰوۃِ ۪ۙ یَخَافُوۡنَ یَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِیۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَ الۡاَبۡصَارُ যেসব গৃহকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন ব্যক্তিরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। (সুরা নুর: ৩৬, ৩৭)

মসজিদে এক আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ

মসজিদ শুধু আল্লাহর জন্য উল্লেখ করে মসজিদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

নিশ্চয় মসজিদগুলো শুধু আল্লাহর জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (সুরা জিন: ১৮)

এ আয়াতগুলো ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত বোঝার জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া বহু হাদিসে মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদে ইবাদতের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

Jagonews24

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব:

আত-তাহরীক

মূলপাতা > আগস্ট ২০২০ > প্রবন্ধ সমুহ

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব (৩য় কিস্তি)

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ | **39615 বার পঠিত**

পর্ব ১ । পর্ব ২ । পর্ব ৩ । পর্ব ৪ । পর্ব ৫ । পর্ব ৬ । শেষ পর্ব ।

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত :

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ : নবীদের অন্যতম কাজ হ’ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

(এক) আদম (আঃ) :

কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।[1]

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) :

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন।[2] আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود

'(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ' *(হজ্জ ২২/২৬)*। ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم 'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*।

(তিন) দাউদ (আঃ) :

ইয়া'কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন।[3] আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْن-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ'লে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না' *(সাবা ৩৪/১৪)*।

(চার) মুহাম্মদ (ছাঃ) :

মহানবী (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্তঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(তওবা ৯/১০৮)*।

কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম‘আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পেঁŠছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ উপত্যকায় তিনি **১ম** জুম‘আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম‘আ।[4]

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার দু’টো দু’টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ’তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন,وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ ‘আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’।[5]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসল (ছাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের’।[6]

(২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

‘আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(তওবা ৯/১৮)*।

(৩) মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন’।[7]

(৪) মসজিদ নির্মাণ হ’ল ছাদাক্বায়ে জারিয়া :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

‘মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে’।[8]

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম :

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ’ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন’।[9] মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।[10] যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।[11]

মসজিদে গমনের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হ'ল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) ছওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি :

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلَّا كَتَبَ اللهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلَّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتَّى يُقامَ في الصَّف.

'কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (ছালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ'লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হ'ত যাকে দু'জন মানুষের কাuঁধ ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত'।[12] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

'আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, 'কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া'।[13]

বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে আসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'তোমাদের জায়গাতেই তোমরা থাক। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হবে। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।[14] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأ لِلصَّلاةِ فأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ له ذُنُوبَه-

‘যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ’ল এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা‘আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’।[15]

(২) হজ্জের সমান ছওয়াব :

জামা‘আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (ছাঃ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

‘যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের ছালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে’।[16]

(৩) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ :

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجل -

‘তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। ৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার’।[17]

(৪) আল্লাহ সম্মান করেন :

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ، 'যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হ'ল,

যিয়ারতকারীর সম্মান করা'।[18]

(৫) জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ الله، 'যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য'।[19]

(৬) ক্বিয়ামতের দিন আলো হবে :

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হ'ল ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও'।[20] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيُضِيءُ لِلَّذِينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ في الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامة 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে'।[21]

(৭) আরশের নিচে স্থান লাভ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হ'ল,) ন্যায়পরায়ণ নেতা, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে,

কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়'।[22]

(৮) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,مَن غَدا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدا أوْ راح، 'যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়'।[23]

(৯) ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

'ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়। (এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে)। ছালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দো'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।[24] অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে,اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيه 'হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়'।[25]

(১০) জামা'আত না পেলেও জামা'আতের ছওয়াব লাভ : মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হ'ল, কোন কারণে মসজিদে জামা'আত না পেলেও জামা'আতের ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ছালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না'।[26]

(১১) নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে :

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّه ‘যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে’।[27]

(১২) হেঁটে জামা‘আতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه.

ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা‘আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হ’তে পবিত্র হয়ে যাবে’।[28]

(১৩) জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি :

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হ’তে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হ’তে মুক্তি’।[29]

[চলবে]

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

তথ্যসূত্র

[1]. বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০।

[2]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৪-৪৫।

[3]. নবীদের কাহিনী, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৯।

[4]. আল-বিদায়াহ ২/২১১।

[5]. বুখারী হা/৪৪৭।

[6]. বুখারী হা/৪৪৬।

[7]. তিরমিযী হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৫৯; আবুদাঊদ হা/৪৫৫।

[8]. ইবনে মাজাহ হা/২৪২; ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪।

[9]. বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; তিরমিযী হা/৩১৮; মিশকাত হা/৬৯৭।

[10]. তিরমিযী হা/৩১৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৬।

[11]. ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১২৮।

[12]. মুসলিম, হা/১৩৭৪; ইবনে মাজাহ হা/৬৩৮, সনদ ছহীহ।

[13]. মুসলিম হা/২৫১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২৮২।

[14]. মুসলিম হা/৬৬৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৮৯৮; মিশকাত হা/৭০০।

[15]. মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬।

[16]. আবূদাঊদ হা/৫৫৮; আহমাদ হা/২২৩০৪; ছহীহ তারগীব হা/৬৭৫।

[17]. আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ইবনে হিববান হা/৪৯৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৭২৭।

[18]. তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর হা/৬১৩৯, ৬১৪৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা/১৬৪৬৫।

[19]. ইবনে মাজাহ হা/২২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৭; মিশকাত হা/৭৪২।

[20]. আবূদাঊদ হা/৫৬১; তিরমিযী হা/২২৩; ইবনে মাজাহ হা/৭৮১; মিশকাত হা/৭২১।

[21]. তাবারানী, মু‘জামুল আওসাত ১/২৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭।

[22]. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১।

[23]. বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; আহমাদ হা/১০৬০৮; মিশকাত হা/৬৯৮।

[24]. বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।

[25]. মুসলিম হা/৬৪৯।

[26]. নাসাঈ হা/৮৫৫; আবূদাঊদ হা/৫৬৪, হাদীছ ছহীহ।

[27]. আবূদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৯৬৩; মিশকাত হা/৭৩০।

[28]. তিরমিযী হা/৩২৩৩।

[29]. তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহাহ হা/২৬৫২

: